আলমডাঙ্গায় শ্রেষ্ঠ স্টাফ, ভূমি কর্মকর্তা ও গ্রাম পুলিশকে সম্মাননা

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শ্রেষ্ঠ স্টাফ, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, গ্রাম পুলিশ ও উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অক্টোবর ২০২৬ মাসে নির্বাচিতদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনুর আক্তার। প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এটিএম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহেশ্বর মণ্ডল।

অনুষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাম পুলিশকে সম্মাননা দেওয়া হয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনসেবায় আরও আন্তরিক হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগানো হচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এটিএম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী বলেন, সরকারি দপ্তরের প্রতিটি কর্মকর্তা- কর্মচারী ও মাঠপর্যায়ের কর্মীর দায়িত্বশীল ভূমিকা জনসেবার মান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। ভালো কাজের স্বীকৃতি কর্মীদের আরও উৎসাহিত করে এবং অন্যদেরও অনুকরণীয় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অক্টোবর ২০২৬ মাসে সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা হিসেবে কালিদাসপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের

মোহাম্মদ মিনারুল ইসলাম ও মো. আব্দুর রাজ্জাক; শ্রেষ্ঠ স্টাফ হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জারীকারক শৈলেন্দ্রনাথ; শ্রেষ্ঠ গ্রাম পুলিশ হিসেবে খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের প্রদীপ কুমার দাস এবং শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা হিসেবে চিতলা ইউনিয়ন পরিষদের আক্তারুল হক।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা প্রশাসনের এ উদ্যোগকে সরকারি সেবার মানোন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি এবং দক্ষ ও জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলার ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মুজিবনগরে আনসার বাহিনীর দ্বৈত আয়োজন: সঞ্জীবন প্লাটুন গঠন ও বীরদের সম্মাননা

মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে আজ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবগঠিত সঞ্জীবন প্লাটুন গঠনের রূপরেখা এবং ঐতিহাসিক গার্ড অব অনার প্রদানকারী সদস্যদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় মুজিবনগর উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানমালার প্রথম পর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত দুইজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দিন শেখ ও সিরাজুল ইসলামকে সম্মাননা জানানো হয়।

দ্বিতীয় পর্বে “সঞ্জীবন প্লাটুন গঠন, প্রকল্প নির্বাচন ও সদস্য/সদস্যাদের করণীয়” শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

দুটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিএম, পিভিএমএস, খুলনা রেঞ্জ

কমান্ডার আব্দুস সামাদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কমান্ড্যান্ট আল-আমিন উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আনসার বাহিনীর যে বীর সদস্যরা সাহসিকতার সঙ্গে গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন, তাঁদের বীরত্বগাথা স্মরণ করে তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের সঞ্জীবন প্লাটুনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই বিশেষ টিম গ্রামীণ উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কীভাবে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কাজ করবে, তার একটি দিকনির্দেশনামূলক রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা জেসমিন সুলতানার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ ৯ আনসার ব্যাটালিয়নের পিভিএমএস সাজ্জাদ মাহমুদ।

আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের দুটি মূল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ঐতিহাসিক গার্ড অব অনার প্রদানকারী সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক মুহূর্তটি স্মরণ করে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলেন, “আজ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের স্মরণ করছি, যাঁরা একাত্তরের সেই উত্তাল দিনে আমাদের প্রথম সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন।

তাঁদের সেই সাহসিকতা ছিল আমাদের স্বাধীনতার প্রাথমিক ভিত্তি। আনসার বাহিনীর জন্য এর চেয়ে বড় গৌরবের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। এই সম্মাননা প্রতীকী মাত্র; প্রকৃত সম্মাননা হলো তাঁদের আদর্শকে বুকে ধারণ করে দেশের জন্য কাজ করা। বর্তমান প্রজন্মের আনসার সদস্যদের এই গৌরবময় ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত হতে হবে এবং সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে।”

অনুষ্ঠানে উন্নয়ন ব্যাংক, গাংনী, মেহেরপুর; উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (সদর ও গাংনী), আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, আনসার ও ভিডিপির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ, ইউনিয়ন দলনেতা, দলনেত্রী, আনসার কমান্ডার এবং সদস্য-সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তারের সম্মাননা লাভ

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার “সেরা স্ক্রিনিং পারফরম্যান্স, জেলা ভিত্তিক, খুলনা বিভাগ-২০২৬” সম্মাননা লাভ করেছেন।

গতকাল শনিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. এফ এম সিদ্দিকী আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন।

জানা গেছে, ইলেকট্রনিক ডাটা ট্র্যাকিংসহ জনসংখ্যাভিত্তিক জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমে জানুয়ারি ২০২৬ থেকে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তিনি “সেরা স্ক্রিনিং পারফরম্যান্স, জেলা ভিত্তিক, খুলনা বিভাগ-২০২৬” সম্মাননার জন্য নির্বাচিত হন।

গত শনিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও প্রধান অতিথির হাত থেকে তিনি এ সম্মাননা গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (পিএসসি) ডা. সৈয়দ কামরুল ইসলাম, প্রকল্প

পরিচালক বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. আশরাফুন্নেছা এবং কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের শিক্ষকবৃন্দ।

ডা. শারমিন আক্তারের এ সম্মাননা লাভে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও, মেডিকেল অফিসার, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক সম্মাননা পেলেন রফিকুল আলম বকুল

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলায় কলেজ পর্যায়ে (কারিগরি) শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক হিসেবে সম্মাননা পেয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এপেক্সিয়ান রফিকুল আলম বকুল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতীম শীল এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের হাত থেকে তিনি সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ গ্রহণ করেন। এ সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলামসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রফিকুল আলম বকুল একজন দক্ষ স্কাউটার। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের রোভার শাখার একজন উডব্যাজার। এছাড়া তিনি মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটসের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের ইউনিট লিডার।

তিনি প্রতিষ্ঠানের একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এই শিক্ষক ২০১৯ সালে উপজেলা পর্যায়ে, ২০২২ সালে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে এবং ২০২৪ সালেও উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হন। তিনি কলেজের বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে উপস্থাপক ও সঞ্চালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একজন পরীক্ষক ও নিরীক্ষক।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি শিক্ষা ও রোভারিং বিষয়ক লেখালেখির সঙ্গেও যুক্ত। তিনি যৌথভাবে এইচএসসি (বিএম) হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ-২ (দ্বিতীয় পত্র) বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

আইসিটি ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত দক্ষ। জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (বগুড়া) থেকে আইসিটিতে একাধিক কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ব্যানবেইসের অধীনে আইসিটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং এটুআই আইসিটি ডিভিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন অনলাইন প্রশিক্ষণও সম্পন্ন করেছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষক বাতায়নের একজন সক্রিয় সদস্য।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ‘কিশোরের ডাক’, কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটি ও গাংনী পাবলিক লাইব্রেরির উপদেষ্টা। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এপেক্স ক্লাব জেলা-০৬-এর গভর্নর ও ন্যাশনাল বোর্ড মেম্বার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বসুন্ধরা শুভ সংঘের মেহেরপুর জেলা সভাপতি হিসেবেও দায়িত্বে রয়েছেন তিনি।

এদিকে একই প্রতিষ্ঠান থেকে কারিগরি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ শাহী উদ্দীন এবং কলেজ পর্যায়ে (কারিগরি) শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফারজানা আক্তার স্নিগ্ধা।

কোটচাঁদপুরে বিশিষ্ট

ব্যাক্তিবর্গের সম্মাননা স্মারক প্রদান করেছেন শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন

১১ বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সম্মাননা স্মারক প্রদান করেছেন শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠিকভাবে এ সম্মাননা স্মারক প্রদান হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধি কর্মসুচীর আওতায় ২০১৪ সাল থেকে উপজেলা পর্যায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের সম্মাননা প্রদান করে আসছে সংস্থাটি। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। যার মধ্যে রয়েছেন, সমাজসেবক হিসেবে আলী আকবর, বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসেবে সুব্রত কুমার, রোকনুজ্জামান ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব হিসেবে ইউনুস আলী মোল্লা, শিক্ষক মফিজুর রহমান ও মশিয়ার রহমান।

এছাড়া যুব সম্মাননা স্মারক পান শিমুল হাসান, শাকিল খান, উজ্জাল হোসেন এবং যুব মহিলা হিসেবে পান, সুমি খাতুন, সাদিয়া ইসলাম, সাথী আনতারা।

এছাড়া ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হয় তারুণ্যের উৎসবে আয়োজিত খেলায় বিজয়ীদের মাঝেও।

এ সময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বলুহরের শেখ মোজাফর হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশিয়ার রহমান, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী বজলুর রশিদ, ম্যানেজার রাকিবুল হাসান, জোনাল হিসাব রক্ষক নুরুল আমিন, সহকারি উপজেলা প্রগাম অফিসার সবুজ আহম্মেদ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন।

মাদকবিরোধী বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন অরূপরতন চৌধুরী

মাদক বিরোধী আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য Athena লিমিটেড কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৪ উপলক্ষে ১০ জুলাই, বুধবার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, এমপি এর হাত থেকে উক্ত সম্মাননা গ্রহণ করেন অরূপরতন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য জারা জাবিন মাহাবুব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আজিজুল ইসলাম।

উল্লেখ, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরূপরতন চৌধুরী প্রায় ৪০ বছর যাবৎ বাংলাদেশে মাদক ও তামাক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। মাদক বিরোধী বিভিন্ন গ্রন্থ লেখাসহ, পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে নিয়মিত লেখেন। বাংলাদেশে টেলিভিশনে ‘মাদক কে না বলুন’ শিরোনামে মাদক বিরোধী সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন শর্টফিল্ম তৈরি করেছেন এবং দেশে প্রথম মাদকবিরোধী পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা সিনেমা ‘স্বর্গ থেকে নরক’ পরিচালনা করেছেন। মাদকের আগ্রাসন থেকে তরুণদের সুরক্ষায় ১৯৮৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস)।’ সামাজিক কর্মকান্ডে অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ২০২৫ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরুস্কার ‘একুশে পদক’ লাভ করেন তিনি। এছাড়া বিশ^ স্বাস্থ্য সংস্থার ‘টোব্যাকো অর হেলথ মেডেল’সহ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য স্বীকৃতি লাভ করেছেন ড. অরূপরতন চৌধুরী।

সর্বোচ্চ করদাতার সম্মাননা পেলেন কুষ্টিয়ার মডার্ন প্লাইউড’র বাবু

সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন করদাতা (ভ্যাট) হিসেবে কুষ্টিয়ার মডার্ন প্লাইউড অ্যান্ড উড প্রোসেসিং কোম্পানি লিমিটেডকে (উৎপাদন খাতে) সম্মাননা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

শনিবার সকালে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট যশোরের আম্রকাননে কুষ্টিয়ার মডার্ন প্লাইউড অ্যান্ড উড প্রোসেসিং কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান আকরাম হোসেন বাবুর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য হোসেন আহমদ।

এসময় তিনি বলেন, ‘রাষ্ট্র পরিচালনাসহ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে রাজস্ব একটি অপরিহার্য উপাদান। রাষ্ট্রের নানাবিধ ব্যয় নির্বাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তার সিংহভাগই আসে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব থেকে। আর এই রাজস্বের অন্যতম উৎস হচ্ছে ভ্যাট। একটি উন্নত দেশ গড়তে ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে ভ্যাট। ভ্যাট দেওয়া এখন অনেক সহজ হয়েছে। তবে আগে আইন কঠিন ছিল। প্রয়োজনে আইন আরও সহজ করা হবে। তাই সবাইকে বলব, নির্ভয়ে ভ্যাট দিন।’

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট যশোরের কমিশনার মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বেনাপোল কাস্টমস হাউসের কমিশনার আব্দুল হাকিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট যশোরের অতিরিক্ত কমিশনার জুয়েল আহমেদ, যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ সেলিম শেখ।

অনুষ্ঠানে জনগণকে ভ্যাট দিতে উৎসাহিত করতে উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসায়ীসহ তিনটি খাতে ২০২০-২১ সালের ২১টি প্রতিষ্ঠানকে সেরা ভ্যাটদাতার সম্মাননা দেওয়া হয়।